দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...১৯ APR 2009
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৮...

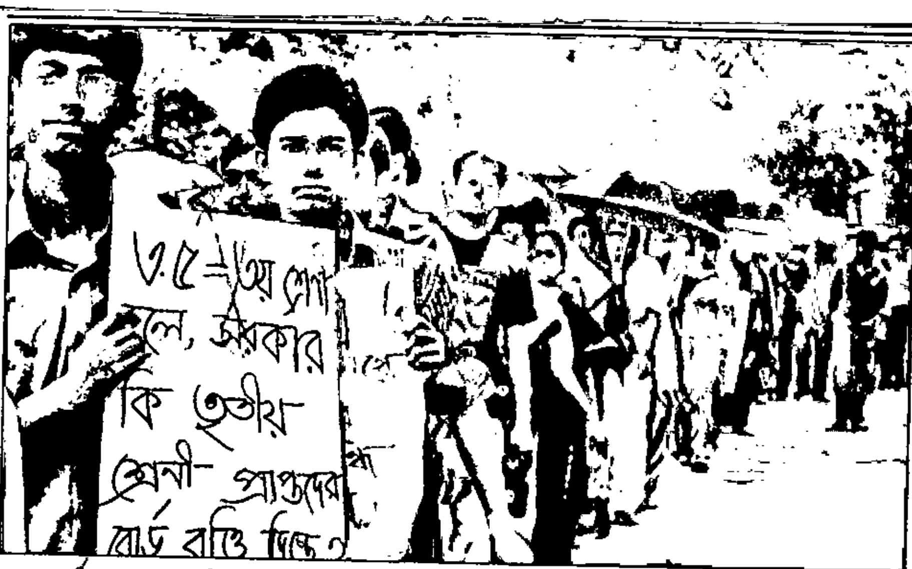

গতকাল ঢাবি ক্যাম্পাসে এসএসসি এবং এইচএসসি গ্রেডিং ডিভিশন বৈষম্য দূর করার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মানববন্ধন করে —ইত্তেফাক

ঢাবিতে গ্রেডিং বৈষম্য অবসানের দাবিতে মানববন্ধন

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রেডিং বৈষম্য অবসানের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির ব্যানারে শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সামনে এক ঘন্টার এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে কয়েকশ' শিক্ষার্থী অংশ নেন। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, অবিলম্বে গ্রেডিং বিষয়ে অভিন্ন ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন না করা হলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ২০০১ সালে প্রথমে মাধ্যমিকে এবং ২০০৩ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে গ্রেডিং চালু করা হয়। আকস্মিকভাবে চালু করা এ পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক শিক্ষকের সঠিক ধারণা ছিল না। প্রথমবার গ্রেডিংএ নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। প্রথমদিকে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জিপিএ-৫ প্রদান করা হয়। তারা বলেন, পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ৫-৬ বছরে পাশের হার দ্বিগুণের পাশাপাশি জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যাও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রেডিংএ প্রথবার উত্তীর্ণরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে ঐসব শিক্ষার্থী। এসময় গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি'র পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী ২২ এপ্রিল সকালে এই দাবিতে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করবেন এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে দাবি না মানলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। মানববন্ধন শেষে কমিটি আহবায়ক সালাউদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব সাব্বির আহমেদ সুমনের নেতৃত্বে একটি টিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড.আআমস আরেফিন সিদ্দিকি'র সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে সরকারের উপর মহলের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান।